গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী
www.bkb.rajshahidiv.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত রাজশাহী মহানগরসহ রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ৮ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অংশীজনের (stakeholders) মতবিনিময় সভার রেকর্ড নোটস

সভার তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪
সময় : সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান : রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তন, রাজশাহী
উপস্থিতি পরিশিষ্ট 'ক'

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে মতবিনিময় সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভায় বোর্ডের কার্যক্রম উপস্থাপনের জন্য কার্যালয়ের কল্যাণ কর্মকর্তা-কে অনুরোধ করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৪-২৫ এর ১.৩ নং ক্রমিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ২ টি সভা আয়োজন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের অংশীজনের উপস্থিতিতে ১ম সভা আজ রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে।

কল্যাণ কর্মকর্তা রাজশাহী মহানগরসহ রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে আগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বোর্ড হতে প্রদত্ত সেবাসমূহ ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করেন। তিনি নিম্নবর্ণিতভাবে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম উপস্থাপন করেন:

১। (ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পরিচিতি:

বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল)-কে একাভূত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর মাধ্যমে এ বোর্ড গঠিত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক (সরকারের সচিব) বোর্ডের প্রশাসনিক প্রধান।

(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/পটভূমি

১৯৫২ সালে স্টাফ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, ১৯৬২ তে প্রাদেশিক সরকারের সংস্থা, ১৯৭১ এ কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা, ১৯৭৯ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল), ১৯৯৮ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ। সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর)।

(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ভিশন ও মিশন

ভিশন: "প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডকে একটি দক্ষ, যুগোপযোগী ও তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা"। মিশন: "বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত বোর্ডের অধিক্ষেত্রের সকল কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান"।

CamScanner

২। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান:

জটিল ও বায়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান কেন্দ্রীয়ভাবে শুধুমাত্র প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়। অসামরিক কাজে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীর নিজের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য চাকরি জীবনে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। বোর্ডের ৩৭ ও ৩৮তম সভায় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী, তাঁদের স্বামী/স্ত্রী যেন এ অনুদান পেতে পারে সে বিষয়ে প্রস্তাব করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে। একই সাথে অনুদানের পরিমাণ দ্বিগুণের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন এবং এ সংক্রান্ত আইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিবর্তিত হলে তা কার্যকর হবে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

৩। সাধারণ চিকিৎসা অনুদান:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীর নিজ ও পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছরে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) একবার সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা। BEFTN পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান করা হয়। কর্মচারী নিজে আমৃত্যু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ কর্মচারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত এ অনুদান পেয়ে থাকেন। ১ জানুয়ারি, ২০২৫ হতে সারা দেশে একযোগে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদানের Online System বাস্তবায়ন করা হবে।

৪। মাসিক কল্যাণ অনুদান:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মরত কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে অথবা কোন কর্মচারী অক্ষম হলে সে নিজে অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে অনধিক ১৫ (পনের) বছর বা কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর সর্বোচ্চ ১০ বছর যা আগে আসে সে সময় পর্যন্ত মাসিক সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে মাসিক কল্যাণ অনুসান প্রদান করা হয়। এছাড়া সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে মাসিক কল্যাণ অনুদান সেবার মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে ইএফটিতে প্রেরণ করা হচ্ছে। সারাদেশে মাসিক কল্যাণ অনুদান প্রদানের আদেশনামা কার্ডের পরিবর্তে সফটওয়্যারে জেনারেটকৃত আদেশ জারিপুর্বক সেবাগ্রহীতাগণকে সরবরাহ করা হবে এবং সেবাগ্রহীতাগণকে সরকারি পেনশন প্রদান ব্যবস্থার মত প্রতি ১০ মাস পর ১১তম মাসে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে "লাইফ ভেরিফিকেশন' সম্পন্ন করবেন এবং নারী সেবাপ্রার্থীগণের ক্ষেত্রে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ না হওয়ার সনদ প্রদর্শন করতে হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।

৫। যৌথবীমা অনুদান:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরিরত/পিআরএল অবস্থায় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী কর্তৃক Online System এ আবেদনের প্রেক্ষিতে EFT এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা প্রদান করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

৬। দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান:

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ৭৫ বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারকে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্মচারীকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এ সেবার জন্য Online System এ আবেদন করতে হয় এবং অনুদানের অর্থ সেবাগ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক: https://sss.bkkb.gov.bd/

CamScanner

৭। শিক্ষাবৃত্তি:

(ক) ১৩-২০ গ্রেডে কর্মরত সরকারি কর্মচারীর (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) অনধিক দুই সন্তানকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার Online System এ EFT এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতি বছর অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ অনুপাতে শিক্ষাবৃত্তির হার নির্ধারণপূর্বক অনুদান প্রদান করা হয়। শিক্ষাবৃত্তির গড় অনুদানের পরিমাণ প্রতি অর্থবছরে ৩,০০০/- টাকা হতে ৫,৫০০/- টাকা। অনলাইনে আবেদনের লিংক: http://eservice.bkkb.gov.bd/)

(খ) অক্ষম, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীর অনধিক দুই সন্তানকে ৯ম শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য বছরে একবার বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে Online System এ EFT এর মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। ২৬তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হারে নবম/দশম শ্রেণি-মাসিক ২০০/-, একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি- মাসিক ৩০০/-, স্নাতক/সমমানের শ্রেণি- মাসিক ৪০০/- এবং স্নাতকোত্তর/সমমানের শ্রেণি- মাসিক ৫০০/- হারে বছরে একবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনলাইনে আবেদনের লিংক http://eservice.bkkb.gov.bd/

৮। কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান:

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের রাজশাহীর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০৩ মাস মেয়াদে স্বল্পমূল্যে (৫০০/- এবং ১,০০০/-) বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে যে সকল কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে তন্মধ্যে কম্পিউটার ব্যসিক কোর্স, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন, কনফেকশনারি, বিউটিফিকেশন, কাটিং ও সেলাই, ব্লকবাটিক উল্লেখযোগ্য।

৯। কল্যাণ ডেস্ক চালু:

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত/ অবসরপ্রাপ্ত অসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ থেকে আগমন ও বহির্গমনের সহায়তা সর্ভিস পরিচালনার জন্য টার্মিনাল-১ এর ভিতরে ১নং গেইট এর ২য় তলায় ১৪০ বর্গফুট জায়গায় কল্যাণ ডেস্ক স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২৩/০৫/২০২৪ তারিখে কার্যাদেশ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত কার্যাদেশে মোতাবেক ২৭/৬/২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। বিমানবন্দরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২৫ হতে সেবা চালু হতে পারে মর্মে সকলকে অবহিত করেন।

পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বোর্ড বর্তমানে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত, মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ কোটি লোকের সেবা প্রদান করছে। পূর্বে বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল ১৯ টি। বর্তমানে আরও ০৬ টি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে মোট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫টি হয়েছে। ব্যাপক প্রচার ও কাজের স্বচ্ছতার জন্য কল্যাণ বোর্ডের সেবার পরিধি এবং আবেদনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি বিভাগে অংশীজনের সভা আয়োজন করার ফলে আবেদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব:

মতবিনিময় সভায় আগত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন তথ্য জানার আছে কিনা অথবা কোন পরামর্শ রয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহবান করা হলে রাজশাহী মহানগরসহ রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে আগত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন ও মতামত প্রদান করেন:

১। জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, পুলিশ সুপার, ডি আই জি অফিস মহোদয় শিক্ষাবৃত্তির অনুদানের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে পরিচালক জানান যে এটি বরাদ্দ ভেদে প্রতি বছর কিছুটা কম বেশি হয় । তবে সাধারণত চার থেকে ছয় হাজার টাকার মধ্যে থাকে ।

CamScanner

২। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী, বিভাগীয় কমিশনার অফিস, রাজশাহী প্রস্তাব করেন যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ মাস হতে বৃদ্ধি করে ছয় মাস করা হলে বিভিন্ন চাকরির আবেদন এবং চাকরির সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

৩। মোঃ শফিউল ইসলাম, বিক্রয় সহকারী, টিসিবি জানতে চান চিকিৎসা অনুদানের আবেদনে দাবিকৃত অর্থের তুলনায় অনুমোদিত পরিমাণ কি কারনে কম হয়। পরিচালক জানান যে সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের সর্বোচ্চ সীমা ৪০ হাজার টাকা এর বেশি দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও গৃহীত আবেদনগুলি প্রতিমাসে বাছাই কমিটির এবং বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে দুই দফা যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সদস্য গণ বিভিন্ন বিষয়ে বিবেচনা করে নিরপেক্ষভাবে চিকিৎসা অনুদানের প্রাপ্য অর্থ নির্ধারণ করে দেন। এক্ষেত্রে কোনরকম স্বজনপ্রীতি বা ইচ্ছাকৃতভাবে কমবেশি করার সুযোগ নেই।

৪। ডাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী-পরিচালক স্বাস্থ্য জানান যে কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম খুবই স্বচ্ছ ভাবে সম্পাদিত হয়। তবে এখানে কাজের পরিমাণের তুলনায় জনবল স্বল্পতা থাকায় সময় মত সেবা প্রদান করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। জনবল বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা প্রযোজন।

৫। মোঃ মামুন আলী, অফিস সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অফিস বলেন অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা প্রয়োজন এছাড়াও কল্যাণ অনুদান এবং যৌথ বীমা সহ অন্যান্য অনুদানের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৬। জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, পুলিশ সুপার, ডি আই জি অফিস মহোদয় জানান যে কল্যাণ বোর্ডের সেবা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য কিছু উন্নতমানের লিফলেট বা বুকলেট তৈরি করে জেলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিতরণের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ের সকল কার্যালয়গুলোতে সরবরাহ করা হলে তা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

<u>পরিশেষে সবাই নিম্নরূপভাবে সুপারিশ করা হয়:</u>

i. কল্যাণ বোর্ডের সেবা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধির জন্য জেলা ও উপজেলা কার্যালয়গুলোকে অবহিতকরণের নিমিত্ত লিফলেট বা বুকলেট তৈরি করে বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে সরবরাহ করা যেতে পারে;
ii. চিকিৎসা অনুদানের আবেদনে আবেদনকারী যেন কোনো জাল জালিয়াতির আশ্রয় না নিতে পারে সে বিষয়ে সকলকে
iii. প্রতি মাসে বিভিন্ন সেবার যে সকল আবেদন পাওয়া যায় তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে;
iv. তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে প্রদান করতে হবে;

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, অন্যান্য সরকারি অফিস ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর পরিচালক (চ: দা:) কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৫/০৯/২০২৫
<u>অফিস সহকারী</u>

<u>হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা</u>

০৫/০৯/২০২৫
<u>কল্যাণ অফিসার</u>

৫/৯/২০২৫
<u>পরিচালক (চ:দা:)</u>

CamScanner